শিক্ষার জন্য ইস্তাহার

ক্রাই - চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ রাজ্যস্তরে (১৪টি রাজ্যে) এবং আঞ্চলিক স্তরে (দক্ষিণ, পূর্ব, উত্তর এবং পশ্চিম) শিশুদের মতামতের ভিত্তিতে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শিশুদের আশা-আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা নিয়ে তৈরি করেছে "OUR ASPIRATIONS FROM OUR GOVERNMENT - THE VOICE OF INDIA'S CHILDREN"। শিশুদের এই কন্ঠস্বর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গত ২৬ মার্চ, ২০১৯ ক্রাই এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে যৌথভাবে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যালয়ে গিয়ে জমা দেন এবং নেতৃত্বের হাতে তুলে দেন। ক্রাই এবং ওয়েবেনের দুজন প্রতিনিধি বিভিন্ন দলের নেতৃত্বের সাথে কথা বলে শিশুদের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আবেদন জানান।

উত্তর ২৪ পরগণাজেলা এডুকেশন নেটেওয়ার্কের আহ্বায়ক দিলীপ পাল সহ এক প্রতিনিধিদল শিশুদের এই কন্ঠস্বর পৌঁছে দিতে বসিরহাট কেন্দ্রের নির্বাচন প্রার্থী পল্লব সেনগুপ্তের হাতে তুলে দেন এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব

দেওয়ার জন্য আবেদন জানন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ''শিক্ষার জন্য ইস্তাহার'' প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে ওই শিক্ষার জন্য ইস্তাহার তুলে দেওয়া হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে ঘাটাল কেন্দ্রের প্রার্থী তপন গাঙ্গুলী, মেদিনীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী মানস ভুঁইয়া, কাঁথি কেন্দ্রের প্রার্থী শিশির অধিকারী, পরিতোষ পট্টনায়েক, দীপক দাস, মানস প্রধানের হাতে ''শিক্ষার জন্য ইস্তাহার'' তুলে দেওয়া হয়। তমলুক কেন্দ্রের প্রার্থী লক্ষণ শেঠ এবং দিব্যেন্দু অধিকারীর হাতেও এই 'শিক্ষার জন্য ইস্তাহার' তুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রার্থীর কাছেই শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়।

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুর উপযুক্ত স্থান হল বিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

পাঠক্রমে গণতন্ত্র বাদ!

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, ''আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিতে এবং উহার সকল নাগরিক যাহাতে ঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও সমতা নিশ্চিতভাবে লাভ করেন; এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাসক ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয় তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের সংবিধান সভায় অদ্য, ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে, এতদ্বারাএই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং আমাদিগকে অর্পণ করিতেছি।''

শিক্ষা অধিকার আইনের পাঠক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা, উপধারায় বলা হয়েছে পাঠক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরি করার সময়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সংবিধানের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

সংবাদে প্রকাশ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে 'গণতন্ত্র' অধ্যায়টি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সভ্যতার ইতিহাসে গণতন্ত্রের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সারা দেশে যখন কোটি কোটি টাকা খরচ করে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে নির্বাচন হচ্ছে, তখন পাঠক্রম থেকে 'গণতন্ত্র' অধ্যায় বাদ দেওয়ার অর্থ কি? আমরা কি পৃথিবীর ইতিহাসে গণতন্ত্রের গুরুত্বের কথা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আড়াল করতে চাইছি? আমরা কি স্বৈরতন্ত্র কায়েম করার লক্ষ্যে কাজ করছি। গণতন্ত্রে কাদের এত ভয়? গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসকের সবসময় ভয় থাকে। ক্ষমতা কখনই চায় না তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠুক। মানুষের বিরুদ্ধে যারা কাজ করে তাঁরাই গণতন্ত্রকে ভয় পায়। এমনিতেই পাঠক্রমে নানা বিজ্ঞান বিরোধী লেখা ছেপে বিজ্ঞানমনস্কতার গোড়ায় কুড়াল মারা হচ্ছে। এবার গণতন্ত্রও বাদ পড়ল। আমরা কী চাইছি? শিশুরা কোনও প্রশ্ন করবে না, কোনও একনায়কের আদেশ পালন করে চলবে? তবে সামনে ঘোর বিপদ।

আসুন, সকলে মিলে এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলি। সকলে সমস্বরে চিৎকার করে বলি পাঠক্রমে 'গণতন্ত্র' ফিরিয়ে আনা হোক। দেশেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুরক্ষিত হোক।

পুস্তক পরিচিতি

শিক্ষা ভাবনার সেকাল একাল

শিক্ষা ব্যবস্থার নানা অরাজকতা নিয়ে সমাজে যখন নানা বিতর্ক চলছে, তখন আমাদের হাতে এল তপন কুমার দাস সম্পাদিত 'শিক্ষা ভাবনার সেকাল একাল' বইটি। মোট ৩০২ পৃষ্ঠার এই বইটিতে স্থান পেয়েছে শিক্ষাবিদসহ বহু চিন্তাশীল মানুষের লেখা। লেখাগুলি সংকলিত হয়েছে মোট ৭টি বিভাগে। 'শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ', 'শিক্ষা সমীক্ষা ও পরিসংখ্যান', 'আমার শিক্ষাগুরু', 'শিশু ও শৈশব', 'শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক', 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন বনাম পাশ ফেল', 'গ্রন্থ সমালোচনা' - এই ৭টি বিভাগে মোট ৪৩টি প্রবন্ধ রয়েছে। এই সংকলনে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষের লেখা স্থান পেয়েছে। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ থেকে জীবনানন্দ দাশ, অম্লান দত্ত, অমর্ত্য সেন, অশোকেন্দু সেনগুপ্ত, সচ্চিদানন্দ দত্ত রায়, অভিরূপ সরকার, অমিয় কুমার মজুমদার, কৃষ্ণ ধর, বিকাশ সিংহ, অচিন চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, স্বাতী ভট্টাচার্য, কুমার রাণা সহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লেখা নিয়ে এই সঙ্কলন স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা নিয়ে কর্মরত মানুষদের কাছে আগ্রহের সৃষ্টি করবে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের মুখপত্র 'সমপথ'-এ প্রকাশিত লেখাও এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। সম্পাদক নিজে একজন শিক্ষক। তাঁর লেখা 'বর্তমান সময়ে শিক্ষকের দায়বদ্ধতা' এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তিনি এই সঙ্কলনের কাজটিও করেছেন একজন দায়বদ্ধ সামাজিক মানুষ হিসেবে। বইটির প্রচ্ছদ সুন্দর। প্রকাশক এবং সম্পাদককে ধন্যবাদ এমন একটি বই উপহার দেওয়ার জন্য।

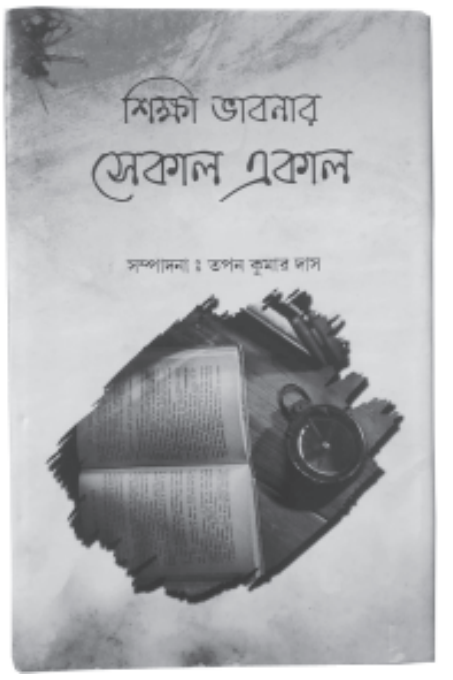

শিক্ষা ভাবনার সেকাল একাল, সম্পাদনা - তপন কুমার দাস, প্রকাশক - দেবী বুক স্টল, মূল্য - চারশত টাকা।

বন্ধ চা-বাগানে শিশু অধিকার লঙ্ঘনের জনশুনানী

গত ১১ জুন, ২০১৯ উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার শহরে পৌর ভবনে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের পক্ষ থেকে বন্ধ চা-বাগানের শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে একটি জনশুনানীর আয়োজন করা হয়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার এই তিনটি জেলার বন্ধ চা-বাগানগুলিতে অভিভাবকদের কাজ না থাকার কারণে জীবিকার সন্ধানে অনেকেই বাইরে চলে যাচ্ছেন। শিশুরা অসুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। শিশু পাচার, শিশু শ্রমিকের সমস্যা রয়েছে। বিদ্যালয় দূরে থাকায়, শিক্ষকের অভাব, পরিকাঠামোর অভাবে শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার অধিকার থেকে। শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষকের অভাবে শিশুদের লেখাপড়ায় আগ্রহ থাকলেও তাঁদের সমস্যা হচ্ছে।

টোটো পাড়া থেকে এক অভিভাবক এই জনশুনানীতে উপস্থিত থেকে আবেদন জানান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁদের মাতৃভাষায় শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য। কারণ তাঁদের শিশুদের অন্য ভাষায় শিখতে অসুবিধা হয়। মোট ১৮টি অভিযোগ নিয়ে এদিনের শুনানীতে আলোচনা হয়। বন্ধ চা-বাগানের শিশুরা নিজেরা উপস্থিত হয়ে তাঁদের অভিযোগের কথা বলে। শিশুদের অভিযোগ শুনে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে এই জনশুনানীতে বিদ্যালয় উন্নয়ন ফি এবং আইন অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন না হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। ফোরামের পক্ষ থেকে যুগ্ম আহ্বায়ক প্রবীর বসু এবং ফোরামের সদস্য চিররঞ্জন পাল তাঁদের অভিযোগ জানান। ফোরামের অন্যতম সদস্য আশিস কুমার রায় এই জনশুনানীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন শিশুদের বয়সের সংজ্ঞা বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন রকম রয়েছে, এই বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

জনশুনানীতে বক্তব্য রাখছেন চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী

ভোটে শিশুরা

আশিস কুমার রায়*

আবার ভোট উৎসবে সামিল আমরা সবাই। সংবিধান বর্ণিত নাগরিক অধিকার বুঝে নিতে - আমরা সবাই পক্ষে, বিপক্ষে অথবা না তে ভোট দিলাম অথবা আগামী মানে ভারতবর্ষে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষ কিছুটা জেনে-কিছুটা না জেনেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি দ্বারা নির্ধারিত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে লোকসভায় আবার পাঠাতে চলেছি। আবার ধরে নিচ্ছি যে - তারা আমাদের এলাকার সমস্যা জাতীয় স্তরে তুলে ধরবেন এবং তা সমাধান করবেন। যার ফল মানুষ পাবে এবং উন্নয়ন সুনিশ্চিত করাও সম্ভব হবে। আবার ধরে নিচ্ছি যে তারা আমাদের এলাকার সমস্যা দেশীয় স্তরে তুলে ধরবেন এবং তা সমাধান করবেন। যার ফলে মানুষ পাবে এবং উন্নয়ন সুনিশ্চিত করাও সম্ভব হবে। যদিও গত ১৯৫১ সালের পর থেকে সমাধা হওয়া ভোট উৎসবের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি কি কি কাজ করেছেন বা সাধারণভাবে করে থাকেন তা অল্প-বিস্তর আমরা সবাই জানি।

প্রার্থীদের দেখে আমরা এখন বুঝতেও পারি যে তিনি আদৌও কি কাজ করবেন বা তার প্রার্থী হিসাবে দেশ, রাজ্য তার এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান কতটা। যার উপর ভিত্তি করে তিনি উন্নয়নেকে আগামীদিনে সুনিশ্চিত করবেন।

এতো বছরের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমরা নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলি যে চিরাচরীত প্রতিশ্রুতির লিখিত অঙ্গীকার করছেন তা আগামীদিনে তাদের থেকে বুঝে নিতে অক্ষম। অনেক ভেবে দেখার প্রয়োজন হবে না এর কারণ কি?

রাজনৈতিক দলগুলি সাংগঠনিক কারণে কিছুটা হলেও সংগঠিত। রকমফের নিশ্চয় আছে- কিন্তু তারা আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকজনকে ভাগাভাগি করে নিয়ে সংগঠিত। আর উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আমরা সাধারণ জনগণ সম্পূর্ণভাবেই ভীষণ একা-একা আর এই একা একা লড়াই এর সুযোগ রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ইচ্ছামত আমাদের সমর্থন আদায় করে নিচ্ছেন। আমরা যদি ভোটের শতাংশ ফলের বিচারে দেখি-দেখব যে শতকরা ৩৫-৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও সরকার গঠন করে রাজত্ব চালিয়েছে কোন কোন রাজনৈতিক দল। যা অন্যদিকে প্রমাণ করে- বেশিরভাগ জনগণ যে দলকে চাইছেন না- তারাই রাজ্য বা দেশ চালানোর দায়িত্বে।

এইসব রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা আমাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদ এবং বিধানসভায় যান তারা যে রাজনৈতিক ইস্তাহার ভোটের আগে তৈরি করেন তা কখনই জনগণের সাথে আলোচনা করে করেন না। কোন তথ্য সংগ্রহও করে বলে মনে হয় না। কারো পরামর্শ নেন বলেও মনে হয়না।

কয়েকজন নেতার যা যা মনে হয় সেগুলিই ইস্তাহারে জায়গা পায়। যার দায়বদ্ধতার কোন প্রশ্নই থাকে না। আর ভোটের পরের পাঁচবছর সেগুলি নিয়ে আমরা সাধারণ জনগণ কোন প্রশ্নও করি না। বলা ভাল প্রশ্ন করার সাহস দেখাই না। যার ফলে তাদেরও আর উত্তর দেবার দায়দ্ধতা বা কাজগুলি করার বা প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়ভারও থাকে না। আর কোন কাজ কি ভারতবর্ষের জনগণের জন্য করতে বাকি থাকার কথা? সব কাজ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল- তাই না?

এ বছরের ইস্তাহারগুলো অনুগ্রহ করে ভাল করে জমিয়ে রাখুন-আগামী লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে নিজে নিজে একবার মিলিয়ে দেখুন, কী কী হল আর কোনগুলি বাকি থাকলো? আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন যে অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি পুনরায় দেওয়া হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক দলগুলি জানেন যে প্রতিদিনের ভাত জোগাড় করতে গিয়ে আমাদের লড়াই এর দিনে আমরা ওই ভুলে ভরা কাগজগুলি জমিয়ে রাখতে ভুলেই যাব। তাই পরের বারের ইস্তাহারগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখার কাজটা আমরা করবো না।

আর আমরা সচেতন না হওয়ার কারণে পুনরায় গরিব, সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য কাজের মতো শব্দগুলি ভোট বাজারে আবার ফিরে ফিরে আসে। আমরা লক্ষ্য করি, কিন্তু খেয়াল করি না।

কারণ আমরা সংগঠিত না? আমরা সংগঠিত না - কারণ আমরা বোধহয় রাজনৈতিকভাবে নিজেদের শিক্ষিত করতে পারছি না। অনেক বক্তব্য আমাদের- কিন্তু কোনটাই প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা আমাদের নেই।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে- এই ভোটে শিশুরা কোথায়? এ নিয়ে কথা বলা আর এক প্রহসন। এককথায়-শিশুদের কোন জায়গা নেই। এটা আমরা ভালভাবে জেনেও-কিছু করতে পারছি না-যদিও ২০২০ সালের মধ্যে আমাদের দেশে ০-১৪ বছরের শিশুদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৬.৫৮ শতাংশে। UN (World Population prospects 2017) 3rd May ২০১৭, কাজেই এটা বলাই যায় যে দেশের প্রায় ৩০% জনগণ (যাদের শিশু হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়) তাদের নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন দায়বদ্ধতা থাকছে না। কারণ এই জনপ্রতিনিধিদের ভাগ্য নির্ধারণে জনগোষ্ঠীর কোন মতামত দানের ক্ষমতা বা অধিকার নেই।

আমরা তাহলে কি করতে পারি? কিভাবে শিশু ৩০% শিশু কিশোরদের প্রতিনিধি হয়ে তাদের অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করতে আমরা এক হয়ে লড়তে পারি। দেশের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে তথ্য সরবরাহ করতে পারি।

কি ভূমিকা হবে অমাদের - মানে সাধারণ জনগণের? কেন? এতবড় ভোট উৎসবে শিশুদের কোন জায়গা নেই।

আজ – আগামীদিনে – আমাদের কাছে উত্তর চাইবে। আমারা তৈরি তো?

রাজনৈতিকভাবে যারা দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছেন তাদের দায়বদ্ধ করে তুলতে হলে আগে আমাদের তৈরি হতে হবে।

* লেখক আন্তর্জাতিক স্তরে কর্মরত শিশু অধিকার সংগঠনের সাথে যুক্ত।

জনশুনানীতে বক্তব্য রাখছেন আশিস কুমার রায়

সংগঠন সংবাদ

শিশুর অধিকার সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা - শিশু সুরক্ষা আয়োগের আলোচনাসভা

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে শিশু অধিকার সুরক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল গত ১ মার্চ, ২০১৯ সল্ট লেকের রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে। শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী চ্যাটার্জী সকলকে স্বাগত জানিয়ে আলোচনাসভার উদ্দেশ্য, গণমাধ্যমের গুরুত্ব এবং শিশুদের বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের সময়ে যেসব বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন সে বিষয়ে আলোচনা করেন। নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ডিরেক্টরেট অফ চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ট্রাফিকিং - রিচা মিশ্র শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের উল্লেখ করেন। ইউনিসেফের পক্ষ থেকে মৌমিতা দস্তিদার বলেন, সংবাদ পরিবেশনের সময় শিশুর প্রতি সম্মান এবং শিশুর খবর ছাপানোর জন্য শিশুর থেকে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। বিশিষ্ট আইনজীবী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট, পকসো অ্যাক্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা বক্তব্য রাখছেন

শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে কর্মশালা

নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্যোগে হাওড়া জেলার খাসখামারে সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ হলে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল গত ৬ মার্চ, ২০১৯। ভারত সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের 'নই রোশনি' প্রকল্প অনুযায়ী সংখ্যালঘু মহিলাদের নেতৃত্বের বিকাশের জন্য এই কর্মশালায় শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য সঞ্চালক চিররঞ্জন পাল। তিনি আইনের বিভিন্ন ধারা, আইনটি সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য অভিভাবকদের ভূমিকা, বিশেষ করে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিতে মায়েদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। এই কর্মশালায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

শেখার সাথী - ১৬তম বার্ষিক সম্মেলন

জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র 'শেখার সাথী' সংগঠনের ১৬তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ২৪ মার্চ, ২০১৯ বিজ্ঞান কলেজের মেঘনাদ সাহা সভাঘরে। সংগঠনের সম্পাদক অরিজিৎ বিষ্ণু উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে সম্মেলনের কর্মসূচি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন এবং সারা বছরের কাজের বিবরণ দেন। তিনি বলেন ''আজ আমরা অনেককে পাব যাঁরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার তাত্ত্বিক দিক বিষয়ে সচেতন থেকে শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে পারা আমাদের আজকের বিশেষ লক্ষ্য।'' এবারের সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, ''বর্ণ চেনার আগে শিশুর ভাষা শেখার প্রস্তুতি''। সংগঠনের সভাপতি দেবব্রত মজুমদার ভাষা শেখার বিষয়ে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য শেখার সাথীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বই প্রকাশের অভিজ্ঞতার কথা এবং শিক্ষণ পদ্ধতির কথা বলেন। শেখার সাথী প্রকাশিত বই নিয়ে যে সকল বিদ্যালয়ে কাজ হচ্ছে সেই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা এবং শিক্ষকরা তাঁদের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেন। 'সামিল'-এর পক্ষ থেকে অলকানন্দা গুহ শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা উদাহরণ দিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেন।

এদিনের আলোচনায় শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষা আধিকারিক দিব্যগোপাল ঘটক। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের সভা

গত ২৫ মার্চ, ২০১৯ সেভ দ্য চিলড্রেন কার্যালয়ে ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সাথে আলোচনার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে 'শিক্ষার জন্য ইস্তাহার' নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সাথে এবং নির্বাচন প্রার্থীদের সাথে ওকালতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গণমাধ্যমের বন্ধুদের সাথে 'শিক্ষার জন্য ইস্তাহার' এবং রাইট টু এডুকেশন ফোরামের কাজ নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও ফোরামের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক কাজের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

গত ২৯ মার্চ, কমিউনিটি অ্যাকশন সোসাইটি এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে কলকাতার হোটেল থেমস ইন্টারন্যাশনালে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রথম পর্বে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশু এবং তাঁদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় ফিরিয়ে আনা বিষয়ে একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করেন অশেষ চক্রবর্তী। তিনি সমীক্ষা পদ্ধতি এবং সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করেন। মালদহ জেলার ৪টি ব্লকে ৪২৯টি গ্রামে সমীক্ষা করে তাঁরা ১৬১৫ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পেয়েছেন। এই শিশুদের মধ্যে ৮২.৩৫ শতাংশ শিশুর পরিবার দারিদ্র সীমার নীচে থাকা পরিবার।

দ্বিতীয় পর্বে শিশু শ্রমিক নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক সুব্রত শংকর বাগচী। এই পর্বের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্য সুদেষ্ণা রায় এবং প্রসূন ভৌমিক। ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা, ফোরামের অন্যতম সদস্য আশিষ রায় শিশু শ্রমিকের সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

শেষ পর্বে ফোরামের সাংগঠনিক এবং অন্যান্য কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে শিক্ষার জন্য ইস্তাহার নিয়ে সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গত ৯ এপ্রিল, ২০১৯ ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয় হোপ ফাউণ্ডেশন কলকাতার প্রশিক্ষণ হলে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় প্রথমে ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রবীর বসু এবং স্বপন পণ্ডা শিক্ষার জন্য ইস্তাহার নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, শিক্ষাকে অগ্রাধিকার এবং রাজনৈতিক চর্চার বিষয় করার জন্যই শিক্ষার জন্য ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে। ফোরামের অন্যান্য সদস্যরাও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষা

সংগঠন সংবাদ

ও শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত নানা সমস্যার দিকে আলোকপাত করেন।

শিশুর জন্য বাজেট - আলোচনাসভা

সেভ দ্য চিলড্রেন-এর উদ্যোগে গত ৪ মার্চ, ২০১৯ কলকাতার থেমস ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে শিশুর জন্য বাজেট নিয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর পক্ষে মৌমিতা সাহা সকল প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। তিনি আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একসাথে কাজ করার জন্য নিজেদের বোঝাপড়ার জন্যই এই আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। স্প্যান-এর পক্ষে বিপ্লব দাস গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ এবং দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পঞ্চায়েতের বাজেট-এর কোন কোন অংশ শিশুদের জন্য ব্যয় করা সম্ভব, তা বিশ্লেষণ করেন। দূরভাষে প্রাক্তন সচিব দিলীপ ঘোষের সাথে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং উপস্থিত প্রতিনিধিরা তাঁকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। এই আলোচনাসভায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের একজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সোসাইটি ফর পিপল'স অ্যাওয়ারন্যাস (স্প্যান) এবং ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে গত ১৪ই মার্চ, ২০১৯ কলকাতার হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টরন্যাশনাল-এ শিশুর জন্য বরাদ্দ রাজেট বিষয়ে আরও একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। স্পান-এর পক্ষে সকল প্রতিনিধিকে স্বাগত জানান প্রবীর বসু। তিনি আলোচনাসভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। ইউনিসেফের পক্ষে প্রভাত কুমার শিশুর জন্য বরাদ্দ বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। স্প্যান-এর পক্ষে বিপ্লব দাস বাজেট বিশ্লেষণের পদ্ধতি এবং শিশুর জন্য শিক্ষা, সুরক্ষা ক্ষেত্রে পৃথকভাবে বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের চারটি ভাগে ভাগ করে দলগত আলোচনা হয় এবং প্রতিটি দল তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এই আলোচনাসভায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষে একজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সভা

গত ১৬ এপ্রিল, ২০১৯ পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের কনফারেন্স হলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। শিশু সুরক্ষা আয়োগের পক্ষ থেকে এই বছর শিশু সুরক্ষা দিবসের অনুষ্ঠান হবে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে। সেই সভার প্রস্তুতি ও কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চট্টোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের চা বাগানগুলিতে শিক্ষা অধিকার আইনের লঙ্ঘন এবং অন্যান্য শিশু অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে একটি গণশুনানীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আলিপুরদুয়ারে। এই গণশুনানী অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ জুন, ২০১৯। গণশুনানীর প্রস্তুতি বিষয়েও আলোচনা হয় এদিনের সভায়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটেওয়ার্কের সভা

গত ১০ এপ্রিল, ২০১৯ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের সম্পাদকমণ্ডলীর সভা আয়োজন করা হয়েছিল কাঁথি শহরে। সভায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ''শিক্ষার জন্য ইস্তাহার'' নিয়ে আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে ''শিক্ষার জন্য ইস্তাহার'' পৌঁছে দেওয়ার জন্য। গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি সংক্রান্ত সমীক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন ব্লক থেকে মোট ২০ টি শিশু সুরক্ষা কমিটির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানান উপস্থিত প্রতিনিধিরা।

রাজ্য শিশু সুরক্ষা দিবস

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য শিশু সুরক্ষা দিবস। গত ৯ জুন, ২০১৯ কোচবিহার জেলার শহিদ বন্দনা স্মৃতি বালিকা আবাসের শিশুদের নৃত্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে দার্জিলিং জেলার একটি বিদ্যালয়ের অব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত ফি নেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং উত্তরবঙ্গে এই প্রথম আয়োগের উদ্যোগে শিশু সুরক্ষা দিবস উদযাপনের কারণ বর্ণনা করেন। তিনি দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বন্ধ চা-বাগানগুলিতে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে ১১ জুন, ২০১৯ আলিপুরদুয়ার শহরে জনশুনানী হবে বলে জানান। অনুষ্ঠান মঞ্চে 'হুল্লোড়' পত্রিকার দশম সংখ্যা এবং বাল্যবিবাহ বিষয়ে একটি পুস্তিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। করিমুল হক এবং শোভন মুখার্জীকে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের পক্ষ থেকে তাঁদের সামাজিক কাজের অবদানকে সম্মান জানাতে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং শিশু আবাসের শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। শিশুরা মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং আয়োগের সদস্যদের কাছে নানা প্রশ্ন করে তাঁদের সমস্যার সমাধানের কথা জানতে চায়।

শিশু সুরক্ষা দিবসে বক্তব্য রাখছেন অনন্যা চক্রবর্তী

মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২ জুন, রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে স্বপ্ন সৌধ আবাসনে আয়েজন করা হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভা। সভার শুরুতে পরিচয় পর্বের পর ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের বর্তমান কাজকর্ম এবং ২০১৯-২০ বর্ষের কাজের পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সঞ্চালক। তিনি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, বিদ্যালয়ের পানীয় জল এবং শৌচালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি, বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশু নিয়ে যে তথ্য সংগ্রহের কাজ হয়েছে সে বিষয়ে সকলকে অবগত করেন। বিদ্যালয়ে শিশুদের সুরক্ষা নীতি নিয়েও তিনি আলোচনা করেন। রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য অরূপ দাস গুণমানের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি গুণমানের শিক্ষা নিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি এবং ওয়েবেনের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রতাপ সোনার, পুষ্পক পাল, দিব্যেন্দু হালদার। উপস্থিত সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলার নতুন আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন প্রতীক চৌধুরী। মোট ২১ জন সদস্যের জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী অগস্ট মাসে রাজ্য সম্মেলন পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় আয়োজন করা হবে। সমগ্র সভা পরিচালনা করেন প্রাক্তন জেলা আহ্বায়ক বেনহুর ইসলাম।

পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া শিশু ও নারীদের পুনর্বাসনের একটি জন উদ্যোগ

মনোজ কুমার সরকার - সমাজকর্মী
শম্ভু নন্দ - প্রকল্প আধিকারিক, বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতি

ভারতে নারী ও শিশু পাচারের সমস্যা সাধারণভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসাবে আর্বিভুত হয়েছে। গত এক দশকে ৫ লাখের ওপর মহিলা যার মধ্যে একটি বিশাল অংশ হচ্ছে রোহিঙ্গা মহিলারা যাদের বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে পাচার করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেশের অন্যান্য জায়গায় তাদেরকে পাচার করা হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ মানব পাচারের জন্য একটি অত্যন্ত খারাপ রাজ্য হিসাবে পরিচিত হয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী সারা ভারতে ২০১৬ সালে মানব পাচার সংক্রান্ত ৮১৩২ টি কেস রুজু হয় যার মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকেই ৩৫৭৯ টি কেস রুজু হয়েছিল, যা প্রায় ৮৮ শতাংশ এর কাছাকাছি। এর থেকেই আন্দাজ করা যায় দক্ষিণ এশিয়ার পাচারের জন্য দারিদ্র ও বিশ্বায়ন, বিশ শতকের মাঝামাঝি শিল্পায়ন, যুদ্ধোত্তর সামরিক ঘাঁটি এবং ক্রমবর্ধমান পর্যটন কতটা দায়ী। সারা দেশে ১১০০ টি লাল বাতি এলাকায় প্রায় ৩ লাখ পতিতালয় আছে এবং সেখানে প্রায় ২৫ লাখ মহিলা পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এর মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪২ শতাংশ অল্প বয়সী মেয়েদের পাচারকারীরা জোর করে এই পতিতাবৃত্তিতে আসতে বাধ্যহয়।

পাচারকারী বা তাদের নেটওয়ার্কগুলির লোকেরা দরিদ্র পরিবারগুলিকে লক্ষ্য করে, জোর করে এই পতিতাবৃত্তিতে আসতে বাধ্য করে।

পাচারকারী বা তাদের নেটওয়ার্কগুলির লোকেরা দরিদ্র পরিবারগুলিকে লক্ষ্য করে এবং তাদের সন্তানদের সুশৃঙ্খল উপায়ে উপার্জন করার প্রলোভন দেখায় এবং এমনকি শিশুদের কাজ করার ফটোগ্রাফ দেখানোর মাধ্যমে তাদের দৃঢ়প্রত্যয়ী করার চেষ্টা করে। প্রথমদিকে তারা এক মাসের উপার্জন করা টাকা পরিবারের কাছে পাঠায় এবং তার মেয়েগুলিকে বিভিন্ন রাজ্যে পাচার করে। এছাড়াও পাচারকারীরা গরিব পরিবারগুলিকে তাদের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে অর্থ সাহায্য তথা অন্যান্য নানা প্রলোভন দেখাতে থাকে। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিয়ের জন্য পাত্রকে হাজির করানো এবং টাকা পয়সা দিয়ে পরিবারগুলিকে সাহায্য করার মাধ্যমেও পাচারকারীরা এই সকল মেয়েদেরকে পাচার করে থাকে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করে চলেছে। এরকমই একটি সংস্থা 'বারাসাত উন্নয়ন প্রস্তুতি' বিগত ১২ বছর ধরে নারী ও শিশু পাচারের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে এই কর্মকাণ্ড চলছে এবং এই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য আরও আটটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সাথে নেওয়া হয়েছে।

এই যৌথ প্রচেষ্টার ফলে প্রায় ৫০০-র বেশি পাচার হয়ে যাওয়া মহিলা ও শিশুকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই সকল সংগঠনগুলিকে নিয়ে পরবর্তীকাল ২০০৬ সালে তৈরি হয় পার্টনারস ফর এন্টি ট্রাফিকিং (প্যাট) নেটওয়ার্ক।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ২২টি ব্লকের মধ্যে ১৮টি ব্লককে এই কাজ করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, যেহেতু এই ব্লকগুলি থেকে বেশিরভাগ পাচার হয়ে থাকে। এই নেটওয়ার্কটি স্থাপন করার মূল উদ্দেশ্য হল যে, পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদেরকে উদ্ধার করা, তাদের সমাজের মূলস্রোতের সাথে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া, তাদের ন্যায্য সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং সাথে সাথে পাচারকারীদের যথাযথ আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থা করা। এছাড়া প্যাট এর তরফ থেকে উদ্ধার হওয়া মেয়েদেরকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে সচেতন করা, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করার জন্য তৈরি করা।

প্যাট নেটওয়ার্কের সদস্যরা মনে করেন যে পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া নারীদের পুনরায় সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। উদ্ধার হওয়া নারীরাও মনে করে যে তাদের স্থান পরিবারের মধ্যেই হওয়া উচিত এবং কোনোভাবেই তাদেরকে কোনো হোমে রাখা উচিত নয়। এর জন্য এই সকল নারীরা সংঘবদ্ধভাবে তাদের দাবিকে সামনে রাখে এবং প্রত্যেকটি উদ্ধার হওয়া নারীই যাতে পুনরায় তাদের পরিবারের সাথে থাকতে পারে সেজন্য কাজ করে চলেছে। প্যাট এর সদস্য সংগঠনগুলি মনে করে যে উদ্ধার হওয়া নারীদের তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। এই প্যাটের সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় উদ্ধার হওয়া নারীদেরকে নিয়ে তাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করে চলেছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম স্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি এবং ব্লক অফিস এর সহযোগিতায় সমাজের সাধারণ মানুষকে পাচার এবং অল্প বয়সে বিয়ের ঝুঁকি সম্বন্ধে সচেতন করাও চলছে। এলাকার সাধারণ মানুষজন কিছুটা হলেও এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, যদিও একটা অংশের মানুষজন এখনও এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। পাচারকারীরাও নতুন নতুন উপায় অবলম্বন করছে, পাচার করার উদ্দেশ্যে এবং সবসময় সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সঠিক সময়ে খবরও পাওয়া যাচ্ছে না, এর ফলে সমাজ সচেতনতার যে কাজ চলছে তা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সরকারীভাবেই সবসময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না ফলে উদ্ধার হওয়া নারীরা আইনগত সহায়তা পেয়ে উঠছে না বা পেলেও সেটা এতো দেরিতে হচ্ছে যে অনেকসময় পাচারকারীরা যথাযথ শাস্তিও পাচ্ছে না।

প্যাট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া নারীদের পুনর্বাসনের জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হল ঃ

১. শিক্ষার ব্যবস্থা - ইতিমাধ্যমে প্রায় ১৫০ জন উদ্ধার হওয়া মেয়েদেরকে পুনরায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে এবং তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়। এদের প্রত্যেককেই সরকারি 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে এদের প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা গেছে এবং সঞ্চয়ের একটা ধারণা তৈরি করা গেছে।

২. স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও জীবিকার সাথে যুক্ত করা - এর মাধ্যমে এই সকল নারীদের নিয়ে 'উত্থান' নামে একটি দল গঠন করে হয়েছে যেখানে ২৫ জন সদস্য রয়েছে। সম্প্রতি এই দলটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী হিসাবে পঞ্জীকৃত হয়েছে এবং সম্ভবত ভারতবর্ষে এই প্রথম কোনো স্বনির্ভর গোষ্ঠী স্বীকৃতি পেল যা শুধুমাত্র পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া নারীদের নিয়ে তৈরি।

বর্তমানে এই সদস্যরা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের থেকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লোন নিয়ে দলগতভাবে ব্যবসার কাজ করেছে। অতি সম্প্রতি এই দলের সদস্যদেরকে টেইলারিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে তাদেরকে সরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিফর্ম বানানোর কাজও দেওয়া হয়েছে।

৩. সরকারি পরিষেবা প্রদান - এখনো পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া ১১০ জন নারীকে রেশন ব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়া গেছে। এছাড়া প্রায় ৪৫ জন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি তৈরি করার জন্য আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। অন্যান্য বেশ কিছু সরকারি সুযোগ সুবিধা এই সকল নারীদের জন্য ব্যবস্থা করা গেছে।

৪. স্বাস্থ্য পরিষেবা - নূন্যতম শারীরিক স্বাস্থ্য পরিষেবার যে প্রয়োজনগুলি আছে সেগুলি নিশ্চিত করা গেলেও, মানসিক স্বাস্থ্যের রিপোর্ট না জমা করলে

সরকারি ক্ষতিপূরণও পাওয়া যায়না। এই সমস্য সমাধানের জন্য নিয়মিত সরকারি আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে।

৫. আইনগত সহায়তা - পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া নারীদের সরকারি ক্ষতিপূরণও পাওয়ার জন্য নিয়মিত কোর্টে যাওয়া হয়। অনেক টালবাহানার পরে বিগত একবছরে মাত্র ২ জন সরকারি ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৫৫টির বেশি কেস নিয়ে কোর্টে লড়াই চলছে যাতে পাচারকারীরা যথাযথ শাস্তি পায়। গত এক বছরে মাত্র ১০ জন পাচারকারীকে আইনগতভাবে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে, বাকি কেসগুলির শুনানি এখনও চলছে।

এছাড়া এই ১৫০ জন উদ্ধার হওয়া নারীদের মধ্যে থেকে ৭০জনকে নিয়ে আলাদাভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে তারা নিজ নিজ এলাকায় পাচার ও বাল্য বিবাহ বিরোধী প্রচার ও সচেতনতার কাজ করতে পারে। প্রকল্প পরবর্তী সময়ে যাতে তারা নিজের মতো করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে। সে বিষয়েও তাদেরকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।

বিভিন্ন কারণে পাচার হয়ে যাওয়া এই সকল নারীদেরকে পুনরায় সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্যাট নেটওয়ার্ক অবিরতভাবে কাজ করে চলেছে। সাথে সাথে উদ্ধার হওয়া নারীদেরকে নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে তাদের জীবন জীবিকার স্থায়ী ব্যবস্থাও করে চলেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এই সদস্যরাই আবার নিজের নিজের এলাকায় সমাজ সচেতনতার কাজ করছে এবং বাল্য বিবাহ ও পাচার হওয়া থেকে অন্যান্য মেয়েদেরকে রক্ষা করছে। এই প্রয়াসকে ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করতে প্যাট নেটওয়ার্কের সদস্য সংগঠনগুলি আগামীদিনে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে।

বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির দৈন্যদশা কেন?

তপন কুমার দাস

মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে একটা ভাষার মাধ্যমে। সব মানুষেরই জন্মগত একটা ভাষা আছে - সেটাই তার মাতৃভাষা। আবার জ্ঞান অর্জন বা চর্চার মাধ্যম হল ভাষা। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহন করা প্রত্যেক মানুষের সহজসাধ্য হয় এবং এটাই তার জন্মগত অধিকার কারণ মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে শিশু নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে করলে যে রূপ স্বাচ্ছন্দ্য অবলীলায় প্রকাশ করতে পারে তা অন্য ভাষায় সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালভাষা বলতে শেখে, সে সেই ভাষার বর্ণের সঙ্গে সবার আগে পরিচিত হওয়া উচিত। আর সে ভাষায় ব্যক্তি সাবলীল হয় ফলে উচ্চ শিক্ষায় অগ্রসর হতে পারে। মাতৃভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে না পারলে তার সম্যক জ্ঞানার্জন সম্ভব হবে না। মাতৃভাষায় কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে সে যা অনন্দ পায় অন্য কোনও ভাষায় সেই আনন্দ পাওয়া যায় না।

যেহেতু আমরা বাঙালী সেহেতু আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, লিখি। বর্তমানে মাতৃভাষায় অর্থাৎ আমাদের বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারি। কিন্তু বর্তমানে চাকরি পাওয়ার যোগ্যতায় ইংরাজী ও হিন্দি ভাষা জানা অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে ধরা হচ্ছে। তাই শিশু বয়স থেকে ইংরাজী বা হিন্দি ভাষার স্কুলগুলোতে অভিভাবকরা ভিড় করছেন। এদিকে বাংলা ভাষার স্কুলগুলোর অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে চলেছে। তাহলে সমাধান কি?

বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতামত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। পৃথিবীর সব দেশে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাতেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। যেমন যে সকল দেশগুলো আমরা উন্নত বলে মনে করি - ইংল্যান্ড, জাপান, চিন, রাশিয়া, আমেরিকা, প্রান্স, জার্মানীতে প্রাথমিক স্তরে প্রথম ভাষা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। আর আমাদের এই দেশ ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা আলাদা আলাদা। তা হলেও শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পাক তার মাতৃভাষায়। তবে ইংরাজী ভাষা সহজভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু পড়ার মাধ্যম যেন না হয়।

আমাদের দেশ গ্রাম ভিত্তিক ও কৃষি ভিত্তিক। তাই গ্রামের অনাচে কানাচে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে মাতৃভাষার জুড়ি নেই। ভাষার আন্দোলনে বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রেমীরা দেখিয়ে দিয়েছেন মাতৃভাষার বিকল্প নেই। এই ভাষায় শিক্ষাদান হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়ে আনন্দ খুঁজে পায়। তাই জন সাধারনের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে অবশ্যই মাতৃভাষায় থাকবে।

আমরা কেন মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করব? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় মাতৃভাষা সহজাত ভাষা। প্রথম থেকেই বিদেশী ভাষা চর্চা করা খুবই কষ্টসাধ্য সকল জনসাধারনের ক্ষেত্রে। কেননা যে সকল পরিবারে শিক্ষিত বা পড়াশুনা দেখিয়ে দেবার মতো অভিভাবক নেই সেখানে কীভাবে ভিনদেশী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হবে?

শিশু ভাষা শেখে তার পরিবার, পরিবেশ ও প্রতিবেশির কাছ থেকে। শিশুর পরিবেশে থাকে মাতৃভাষা। শিশুর শিক্ষা শুরু হয়, শুনে ও দেখে। আর এভাবেই তার ভাষা প্রকাশ সহজ হয়। আর প্রতিকূল পরিবেশে ভিন্ন ভাষা চাপিয়ে দিলে প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর শিক্ষা শুধু বাধাপ্রাপ্ত হয় না, শিশুর বুদ্ধিমত্তার বিকাশও বিলম্বিত হয়।

গৃহ, পরিবার ও সমাজে শিশু যখন মাতৃভাষায় ধীরে ধীরে বলতে ও লিখতে শেখে তখনই দ্বিতীয় কোন ভাষা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কোনও ব্যক্তি মাতৃভাষায় সুদক্ষ না হলে অন্য ভাষায় সে জ্ঞানী হতে পারে না। জীবনের নান্দনিক অভিব্যক্তি সুখ, দুঃখ, সৌন্দর্যবর্ণন, সাবলীল ভাব বিন্যাস সবই মাতৃভাষার মাধ্যমে সমান্তরালে সমপৃক্ত হয়, যেখানে নির্মলতা বর্ণনও একীভূত হয়। মূলত মাতৃভাষা স্রোতস্বিনী নদীর মতো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে জীবনকে। যে ভাষায় শিশুর মুখের বুলি ফোটে, যে ভাষা তার নিঃশ্বাসের মতো হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে তার শোনিত ধারার সঙ্গে মিশে থাকে। মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ তার জন্মগত অধিকার। যে ভাষাতেই তার চিন্তামুক্তি ঘটা সম্ভব! বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুও বলেছেন - আমাদের জীবনের সকল ভাব-চিন্তা, আশা আকাঙ্খার সঠিক রূপায়ন বাংলা ভাষার মাধ্রমেই সম্ভব। যে ভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য রচনা করে গেছেন, তাঁদের প্রতিভার চরম স্ফুরন ঘটাতে পেরেছিলেন সেই ভাষা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

বর্তমানে আমাদের রাজ্যের অভিভাবকদের ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আটের দশকের প্রাথমদিকে ইংরাজী ভাষা তুলে দিয়ে সম্পূর্ণ মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করে। এ নিয়ে প্রচন্ড বাক্ বিতন্ডা চলে, অবশেষে বামফ্রন্টের কিছু নেতার প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ফিরে আসে। তারই ফলশ্রুতিতে গ্রাম গঞ্জের ব্যাঙের ছাতার মতো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু হয় বেসরকারী উদ্যোগে। মধ্যবিত্ত শুধু নয় গরীব মানুষেরাও তাঁদের সন্তানদের এই সব স্কুলে ভর্ত্তি করানোর জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু আমাদের একট কথা মনে রাখা দরকার - আমরা চাই শিক্ষা হোক মাতৃভাষাতেই

কিন্তু ইংরেজিও থাকুক। অভিভাবকরা চান তাঁদের ছেলেমেয়েরা অন্তত কাজ চালানোর মতো ইংরেজি জানুক। আর যারা মেধাবী তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য অবশ্যই ইংরেজি ভাষা শিখতে হবে।

অনেকে আবার বলে থাকেন ইংরেজির প্রতি আমাদের দুর্বার আকর্ষণের প্রধান কারণ আসলে চাকরির বাজার নয় - উপনিবেশিক উত্তরাধিকারজনিত ছদ্ম আভিজাত্য বোধ। আমরা যদি ইউরোপের দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখব দেশগুলোর মানুষেরা নিজ নিজ ভাষার পড়াশুনা করে বড় হয় তারপর এক বা একাধিক ভাষা রপ্ত করে। চিন ও জাপানের দিকে তাকালে আমরা দেখব ওই দেশের মানুষেরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় পড়াশুনা করেই উন্নত হয়েছে।

শিক্ষা ছাড়া বিশ্বের কোনও জাতিই উন্নতি করতে পারে না একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু শুধু বাংলা শিখেই আমরা বিশ্বের নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলতে পারব? উত্তর হবে না। কিন্তু প্রাথমিক স্তরেই একটা শিশু ভিন্ন ভাষায় পড়াশুনা করে কতটা এগিয়ে যেতে পারবে যদি না তার বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল বা ভিন্ন ভাষায় কথা বলার লোক না থাকেন?

আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা যদি বলা হয় তাহলে দেখব এই সময় প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা ছিল বিক্ষিপ্ত এবং ব্যক্তিগত প্রয়াস । ওই সময় ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সমর্থক রাজা রামমোহন রায় বিশ্বাস করতেন ঔপনিবেশিক কাঠামোতে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষকে পিছিয়ে রাখবে। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে ইংরেজরা দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর আমরা এই বিদেশী ভাষাকে কেন শিক্ষার বাহন করব এই নিয়ে ভিন্ন মতামতের মানুষদের মধ্যে এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অবশ্য ধীরে ধীরে মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে।

ইদানীং বাংলা মাধ্যম বিদ্যালগুলিতে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে শিক্ষার্থী ভর্ত্তির ভাব প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে। বিষয়টা কিন্তু ভাববার আছে। সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ খোদ কলকাতায় এ ধরনের ৭৫টি স্কুল বন্ধ করার কথা উঠেছে। কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে এলাকার বেসরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্র ভর্ত্তির কারণে এই স্কুলগুলির দশা এরকম হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে শুধু ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে ছাত্র কমছে না পঠন পাঠনের বর্তমানে অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করতে না পারার জন্য এই ঘটনা ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করা দরকার বলে মনে করি। একটা কথা অনেকেই বলে থাকেন সরকার পোষিত স্কুলগুলি এখন নানা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। শিক্ষার্থীদের জামা, জুতো, স্কুল ব্যাগ, কন্যাশ্রী ও অন্যান্য সরকারি সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবে পাইয়ে দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের উপর চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষাদান কেমন চলছে বা শিক্ষার মান কেমন তা সেরকমভাবে দেখা বা পরিদর্শনের চাপ নেই। ফলে শিক্ষা বিপর্যস্ত - তাছাড়া অনেকে ভাবেন পাশ ফেল তুলে দেওয়ার ফলে শিক্ষকরা পড়ালেও যা আর না পড়ালেও তা।

সরকারি সূত্রে জানা যায় কলকাতায় বর্তমানে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ৪৫৮টি। তার মধ্যে ১৫২টি স্কুলে গড়ে ২০ বা ২০ কম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ৪৪ স্কুলে ৫ বা ৫-এর কম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। একসময় নামকরা ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল, বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুল, কুমার আশুতোষ ইন্সস্টিটিউশনের অবস্থা খুই শোচনীয়। কারণ হিসাবে অনেকে বলেন দিল্লী বোর্ডের স্কুলে শতকরা অনেক বেশি নম্বর পাওয়া যায় যা সর্বভারতীয় চাকরির পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ সুবিধা যদিও বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শতকরা নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে আগের বছরের চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে। আসলে পড়াশুনা এখন শুধু নম্বর তোলার ক্ষেত্রে, কতটা বেশি পাওয়া যায়। কতটা পাঠক্রমের গভীরে যাওয়া যায় তার কোনও উদ্যোগ বা ইচ্ছা অভিভাবক বা শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়।

নিজের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চায় সব অভিভাবকেরাই। তাই বাংলা পড়ে কোনও লাভ নেই। সবাই তো পড়াশুনা করে ভবিষ্যতে চাকরির আশায়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ পরীক্ষা বাংলা ভাষায় হয় না। হিন্দিভাষীরা তাদের মাতৃভাষায় পড়লে সুবিধা পায় কিন্তু বাঙালিরা নয়। কারণ বাঙালীরা দ্বিতীয়ভাষা ইংরেজিতে পরীক্ষা দেয়। সুতরাং তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে অসুবিধা হয়।

আবার আমাদের বাংলায় সব অফিসে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে নিজ নিজ ভাষা বাধ্যতামূলক। সে সব কারণেই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দিকে অভিভাবকদের ঝোঁক বাড়ছে।

আমাদের রাজ্যে শিক্ষাদপ্তর বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে ছাত্র কমে যাওয়ায় ইংরাজী মাধ্যম স্কুল খুলতে শুরু করেছে। কিন্তু এখানে যোগ্যশিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাব প্রচন্ড। আগামী দিনে বাংলা মাধ্যমের সরকার পোষিত স্কুলগুলির অবস্থা কী হবে ভাবতে একজন বাঙালী হিসাবে কষ্ট হচ্ছে।

বন্ধ চা বাগানে শিশুদের অভিযোগ

২০১৩ সাল থেকে বন্ধ আলিপুরদুয়ার জেলার বান্দাপানি চা বাগানের চাইবাসা লাইনের শিশুদের অভিযোগ শুনছেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সচিব সুদিপ্তা চ্যাটার্জী। শিশুরা জানায় দুটো নদী পেরিয়ে ১৫ কিলোমিটার দূরে হাইস্কুল। রাস্তা খুব খারাপ। ভাড়া কম দেওয়ার জন্য শিশুদের গাড়ির উপরে বসায়, পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। বৃষ্টি হলে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। বাগান বন্ধ থাকায় অভিভাবকরা কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যান, ফলে শিশুরা নিরাপদ নয়। ভাল থাকা এবং পড়ানোর লোভ দেখিয়ে শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয় হোটেলসহ অন্যান্য কাজের জন্য। একজন শিশু জানায়, সে চার বছর সিকিমের হোটেলে কাজ করেও কোন পয়সা পায়নি। স্কুলে যাবার পথে তারা মদ্যপ যুবকদের দ্বারা ইভটিজিং-এর শিকার হয়। কন্যাশ্রীর টাকা কেউ পায়নি। সবাই সাইকেল পায়নি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুজন শিক্ষক। প্রাইভেট স্কুলে প্রতিমাসে ২৭০ টাকা ফি। মহাবীর হিন্দি হাইস্কুলে ৭০০ টাকা ফি নেওয়া হয়। শিশুরা এখানে দল গঠন করেছে নিজেদের সুরক্ষার জন্য।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক–এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা–৭০০০৩১ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
দূরভাষ: ০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল: wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট : wben.info মুদ্রণে: শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা–৭০০ ০০৯, দূরভাষ: ২২৪১ ৯৬৩৩ *অনুদান : ৬ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য